21 APR 2016

দৈনিক
ইত্তেফাক

গতকাল প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা —বিএসএস

শিক্ষার সুযোগ সার্বজনীন করাই লক্ষ্য : প্রধানমন্ত্রী

■ বিশেষ প্রতিনিধি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। শিক্ষার সুযোগ সার্বজনীন এবং উন্নত করাই আমাদের লক্ষ্য। গতকাল বুধবার প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদের তৃতীয় সভায় সভাপতিত্বকালে শেখ হাসিনা আরো বলেন, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের নেয়া শিক্ষা সংক্রান্ত উদ্যোগগুলো পরবর্তী সরকার বাতিল করে দিয়েছিল। এই ধরনের কাজ যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ করতে না পারে সেজন্য সরকার শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট নামে একটি তহবিল গঠন করেছে। ইতিমধ্যে তহবিলে এক হাজার কোটি টাকা সিড মানি দেয়া হয়েছে। এই তহবিল থেকে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তি দেয়া হবে। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তিমূলক ও উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারের দেয়া সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই সভা শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন।

আরো শিক্ষার্থীদের এই তহবিলের সুবিধা দিতে তহবিলের আকার বাড়ানোর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। উন্নত, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়ে সার্বজনীন করা হচ্ছে জানিয়ে তিনি বলেন, এখন অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের যথাযথভাবে শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারে সচেতন। স্বল্প আয়ের বাবা-মায়েরাও তাদের পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

শিক্ষার সুযোগ সার্বজনীন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সন্তানকে এখন স্কুলে পাঠাচ্ছে, যা একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। তবে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাদের অনেকেই এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন না। এজন্য তাদের পড়াশোনার জন্য সরকারের সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়া। স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গঠনে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। ১৯৯৬ সালে তার নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর দেশে শিক্ষার হার ২০ শতাংশ বেড়েছিল। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষার হার আবার কমে যায়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষায় উৎসাহ দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমানে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায়ও বৃত্তি দেয়া হচ্ছে। নারী শিক্ষার বিস্তারেও উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। শিক্ষা সহায়তা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়ে দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন প্রধানমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে এক্ষেত্রে তার সরকারের নেয়া বিভিন্ন কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন।

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবরা উপস্থিত ছিলেন।